14010 c 1

Upanishads

14010 c.1.

ভূমিকা

ওঁ তৎসৎ।

ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্ম সূত্রের দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন যে সমুদায় বেদ একবাক্যতায় বুদ্ধিমন বাক্যের অগোচর যে ব্রহ্ম কেবল তাঁহাকে প্রতি পন্ন করিতেছেন সেই সকল সূত্রের অর্থ সর্ব্ব সাধারন লোকের বুঝিবার নিমিত্তে সংক্ষেপে ভাষাতে বিবরন করাগিয়াছে এক্ষনে দশোপনিষৎ যে মূল বেদ ও যাহার ভাষ্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন তাহার বিবরন সেই ভাষ্যের অনুসারেতে ভাষাতে করিবার যত্ন করাগিয়াছে সংপ্রতি সেই দশোপনিষদের মধ্যে যজুর্ব্বেদীয় ঈশোপনিষদের ভাষা বিবরনকে ছাপানো গেল আর ক্রমে ক্রমে [illegible] যে উপনিষদের ভাষা বিবরন পরমেশ্বরের প্রসাদে প্রস্তুত হইবেক তাহা পরে পরে ছাপানো যাইবেক। এই সকল

5 DE 63

উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে পরমেশ্বর একমাত্র সর্ব্বত্র ব্যাপি আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির অগোচর হয়েন তাঁহারি উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারন হয় আর নাম রূপ সকল মায়ার কার্য্য হয়। যদি কহ পুরান এবং তন্ত্রাদিশাস্ত্রেতে যে

সকল দেবতাদের উপাসনা লিখিয়াছেন সে সকল কি অপ্রমাণ আর পুরাণ এবং তন্ত্রাদি কি শাস্ত্র নহেন। তাহার উত্তর এই যে পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন যে হেতু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধি মনের অগোচর করিয়া পুনঃ২ কহিয়াছেন তবে পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকার দেবতার বর্ণন এবং উপাসনার যে বাহুল্য মতে লিখিয়াছেন সে প্রত্যক্ষ বটে কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃ২ এই রূপে করিয়াছেন যে যে ব্যক্তি ব্রহ্ম বিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি দুষ্কর্মে প্রবর্ত্ত না হইয়া রূপ কল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয় কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই। প্রমাণস্মার্ত্তধৃতযমদগ্নিবচন ॥ চিন্ময়স্যাদ্বিতী য়স্যনিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাংকার্য্যার্থংব্রহ্মণো রূপকল্পনা। রূপহীনাংদেবতানাংপুংস্ত্বাংশাদিককল্পনা। জ্ঞান স্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধি শূন্য শরীর রহিত যে পরমেশ্বর তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্তে করিয়াছেন রূপ কল্পনার স্বীকার করিলে পুরুষের

অবয়ব স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং কল্পনা করিতে হয়। বিষ্ণু পুরাণের প্রথমাংশের দ্বিতীয়াধ্যায়ের বচন। রূপ নামাদি নির্দ্দেশ বিশেষেন বিবর্জিতঃ। অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তিজন্মভিঃ। বর্জিতঃশক্যতেবক্তুং যঃসদাস্তীতিকেবলং। রূপ নাম ইত্যাদি বিশেষণ রহিত নাশরহিত অবস্থান্তরশূন্য দুঃখ এবং জন্মহীন পরমাত্মা হয়েন কেবল আছেন এই মাত্র কহিয়া তাঁহাকে কহা যায়। অপ্সুদেবামনুষ্যাণাংদিবিদেবামনীষিণাং। কাষ্ঠলোষ্ট্রেষুমূর্খাণাংযুক্তস্যাত্মনিদেবতা। জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতর মনুষ্যের হয় গ্রহাদিতে ঈশ্বর বোধ দেব জ্ঞানীরা করেন কাষ্ঠ মৃত্তিকা ইত্যাদিতে ঈশ্বর বোধ মূর্খেরা করে আত্মাতে ঈশ্বর বোধ জ্ঞানীরা করেন। শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধে চৌরাশি অধ্যায়ে ব্যাসাদি প্রতি ভগবদ্বাক্য। কিংস্বল্পতপসাংনৃণামর্চ্চায়াংদেবচক্ষুষাংদর্শনস্পর্শনপ্রশ্নপ্রহ্বপাদার্চ্চনাদিকং। ভগবান শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা। তীর্থস্নানাদিতেতপস্যা বুদ্ধি যাহাদের আর প্রতিমাতে দেবতা জ্ঞান যাহাদের এমৎ রূপ ব্যক্তি সকলের যোগেশ্বরেদের দর্শন স্পর্শন নমস্কার আর পাদার্চ্চন অসম্ভাবনীয় হয়। যস্যাত্মবুদ্ধিঃকুণপেত্রিধাতুকেস্বধীঃকলত্রাদিষুভৌমইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃস্ত

জনেনকহিচিৎ-জনেস্ত্বভিজ্ঞেঘুস এব গোখরঃ ॥ যে ব্যক্তির কফপিত্তবায়ুময় শরীরেতে আত্মার বোধ হয় আর স্ত্রী পুত্রাদিতে আত্ম ভাব হয় আর মৃত্তিকা নির্ম্মিত বস্তুতে দেবতা জ্ঞান হয় আর জলেতে তীর্থ বোধ হয় আর এ সকল জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানীতে না হয় সে ব্যক্তি বড় গরু অর্থাৎ অতি মূঢ় হয়। কুলার্ণবেনবমোল্লাসে। বিদিতেওপরেতত্ত্বে বর্ণাতীতেহ্যবিক্রিয়ে। কিঙ্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রামন্ত্রাধিপৈঃ সহ। ক্রিয়া হীন বর্ণাতীত যে ব্রহ্ম তত্ত্ব তাহা বিদিত হইলে মন্ত্র সকল মন্ত্রের অধিপতি দেবতার সহিত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন। পরেব্রহ্মনিবিজ্ঞাতেসমস্তৈর্নিয়মৈরলং। তালবৃন্তেনকিং কার্য্যং লব্ধেমলয়মারুতে। পর ব্রহ্ম জ্ঞান হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না যেমন মলয়ের বাতাস পাইলে তালের পাখা কোনো কার্য্যে আইসে না। মহানির্ব্বান। এবং গুনানুসারেনরূপানিবিবিধানিচ। কল্পিতানিহিতার্থায়ভক্তানামল্পমেধসাং। এই রূপ গুনের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অল্প বুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করাগিয়াছে। অতএব বেদ পুরান তন্ত্রাদিতে যত ২ রূপের কল্পনা এবং উপাসনার বিধিদুর্ব্বলাধিকারির নিমিত্ত কহিয়াছেন তাহার মীমাংসা পরে

এই রূপ শত ২ মন্ত্র এবং বচনের দ্বারা আপনিই করিয়াছেন। যদি কহ ব্রহ্ম জ্ঞানের যে রূপ মাহাত্ম্য লিখিয়াছেন সে পুরাণ কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞানের সম্ভাবনা নাই সুতরাং সাকার উপাসনা কর্ত্তব্য। তাহার উত্তর এই যে। ব্রহ্ম জ্ঞান যদি অসম্ভব হইত তবে। আত্মাবা অরে শ্রোতব্যোমন্তব্যঃ। আত্মেবোপাসীত। এই রূপ শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ব্রহ্ম জ্ঞান সাধনের প্রেরণা থাকিতোনা। কেননা অসম্ভব বস্তুর প্রেরণা শাস্ত্রে হইতে পারে না আর যদি কহ ব্রহ্ম জ্ঞান অসম্ভব নহে কিন্তু কষ্টসাধ্যবহুযত্নে হয় ইহার উত্তর এই। যে বস্তু বহুযত্নে হয় তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন আর শক্ত হয় তাহার অবহেলা কেহ করেনা। তুমি আপনিই ইহাকে কষ্টসাধ্য কহিতেছ অথচ ইহাতে যত্ন করা দূরে থাকুক ইহার নাম করিলে ক্রোধ কর। অধিকন্তু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিস্পষ্ট কহিতেছেন যে যাবত নাম রূপ বিশিষ্ট সকলই জন্য এবং নশ্বর। পুরাণস্মার্ত্ত ধৃত বিষ্ণুর বচন। যেসমর্থাজগত্যস্মিন্সৃষ্টিসংহারকারিণঃ। তেপিকালেপ্রলীয়ন্তেকালোহিবলবত্তরঃ। এইজগতের যাঁহারা সৃষ্টি সংহারের কর্ত্তা এবং সমর্থ হয়েন তাঁহারাও কালেলীন হয়েন অতএব কালবড় বলবান্।

যাজ্ঞবল্ক্যেরবচন । গন্তারবসুমতীনাশমুদধির্দৈবতানিচ।
ফেনপ্রখ্যঃকথংনাশংমর্ত্তলোকোনযাস্যতি । পৃথিবী
এবং সমুদ্র এবং দেবতারা এ সকলেই নাশকে
পাইবেন অতএব ফেনারন্যায় অচিরস্থায়ী যে মনুষ্য
সকল কেন তাহারা নাশকে না পাইবেক । মার্কণ্ডেয়
পুরাণে দেবী মাহাত্ম্যে ভগবতীর প্রতি ব্রহ্মার
বাক্য । বিষ্ণুঃ শরীর গ্রহন মহমী শান এবচ । কারি
তাস্তেযতোহতস্ত্বাংকস্তোতুংশক্তিমানভবেৎ । বিষ্ণুর এবং
আমার অর্থাৎ ব্রহ্মার এবং শিবের যেহেতু শরীর
গ্রহন তুমী করাইয়াছ অতএব কে তোমাকে স্তব
করিতে পারে । কুলার্ণবের প্রথমোল্লাসে । ব্রহ্ম বিষ্ণু
মহেশাদি দেবতা ভূতজাতয়ঃ । সর্ব্বেনাশংপ্রয়াস্যন্তি
তস্মাচ্ছ্রেয়ঃসমাচরেৎ । ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতা
এবং যাবত্ শরীর বিশিষ্ট বস্তু সকলে নাশ কে
পাইবেন অতএব আপন আপন মঙ্গল চেষ্টা করিবেক ।
এইরূপ ভূরিবচনের দ্বারা গ্রন্থ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই ।
যদ্যপি পুরাণ তন্ত্রাদিতে লক্ষ স্থানেও নাম রূপ বিশিষ্ট
কে ওপাস্য করিয়া কহিয়া পুনরায় কহেন যে এ
কেবল দুর্ব্বলাধিকারীর মনস্থিরের নিমিত্ত কল্পনা মাত্র
করা গেল তবে ঐ পূর্ব্বের লক্ষ বচনের সিদ্ধান্ত পরের

বচনে হয় কি না আর যদি পুরাণ তন্ত্রাদিতে সকল ব্রহ্মময় এই বিচারের দ্বারা নানা দেবতা এবং দেবতার বাহন এবং ব্যক্তি সকল আর অন্নাদি যাবদ্বস্তুকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়া পুনরায় পাছে এ বর্ণনের দ্বারা ভ্রম হয় এ নিমিত্ত পশ্চাৎ কহেন যে বাস্তবিক নাম রূপ সকল অন্য এবং নশ্বর হয়েন তবে তাবৎ পূর্ববর বাক্যের মীমাংসা পরের বাক্যে হয় কি না যদি কহ কোন দেবতাকে পুরাণেতে সহস্র সহস্র বার ব্রহ্ম কহিয়াছেন আর কাহাকেও কেবল দুই চারি স্থানে কহিয়াছেন অতএব যাহাঁদিগো অনেক স্থানে ব্রহ্ম কহিয়াছেন তাহাঁরাই স্বতন্ত্র ব্রহ্ম হয়েন। ইহারউত্তর। যদি পুরাণাদিকে সত্য করিয়া কহ তবে তাহাতে দুই চারি স্থানে যাহার বর্ণন আছে আর সহস্র স্থানে যাহার বর্ণন আছে সকলকেই সত্য করিয়া মানিতে হইবেক যে হেতু যাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করা যায় তাহার সকল বাক্যেই বিশ্বাস করিতে হয় অত এব পুরাণ তন্ত্রাদি আপনার বাক্যের সিদ্ধান্ত আপ নিই করিয়াছেন যাহাতে পরস্পর দোষ না হয় কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত বাক্যে মনোযোগ না করিয়া মনো রঞ্জন বাক্যে মগ্ন হই । যদি কহ আত্মার উপাসনা

শাস্ত্র বিহিত বটে এবং দেবতাদের উপাসনাও শাস্ত্র সম্মত হয় কিন্তু আত্মার উপাসনা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য আর দেবতার উপাসনা গৃহস্থের কর্ত্তব্য হয়। তাহার উত্তর। এই রূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পারিবে না। যে হেতু বেদে এবং বেদান্ত শাস্ত্রে আর মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে গৃহস্থেরো আত্মোপাসনা কর্ত্তব্য এ রূপ অনেক প্রমাণ আছে তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি বেদে এবং বেদান্তে যাহা প্রমাণ আছে তাহা বেদান্তের ৩ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৪৮ সূত্রে পাইবেন অধিকন্তু মনু সকল স্মৃতির প্রধান তাহার শেষ গ্রন্থে সকল কর্ম্মকে কহিয়া পশ্চাৎ কহিলেন। যথোক্তান্যপিকর্ম্মাণিপরিহায়দ্বিজোত্তমঃ। আত্ম জ্ঞানেশমেচস্যাদ্বেদাভ্যাসেচযত্নবান্। শাস্ত্রোক্তযাবৎকর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহেতে আর প্রণব এবং উপনিষদাদিবেদাভ্যাসেতে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন। ইহাতে কুল্লুক ভট্টমনুর টীকা কার লিখেন যে এসকলের অনুষ্ঠান দ্বারা মুক্তি হয় ইহাই এবচনের তাৎপর্য্য হয় এ সকল অনুষ্ঠান করিলে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের পরিত্যাগ করিতে অবশ্য হয় এমৎ নহে। আর মনুর চতুর্থ অধ্যায়ে গৃহস্থ ধর্ম্ম প্রকরণে। ঋষিযজ্ঞং দেব

যজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা। নৃযজ্ঞং পিতৃ যজ্ঞঞ্চ যথা শক্তি নহাপয়েৎ ॥ ২১ ॥ তৃতীয়া ধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে ঋষি যজ্ঞ আর দেব যজ্ঞ ভূত যজ্ঞ নৃযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ এই পঞ্চ যজ্ঞকে সর্ব্বদা যথা শক্তি গৃহস্থে ত্যাগ করিবেকনা । ২১ ॥ এতানেকে মহাযজ্ঞান্‌যজ্ঞশাস্ত্র বিদোজনাঃ । অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেবজুহ্বতি ॥ ২২ ॥ যে সকল গৃহস্থেরা বাহ্য এবং অন্তর যজ্ঞের অনুষ্ঠানের শাস্ত্রকে জানেন তাঁহারা বাহ্যেতে কোনো যজ্ঞাদির চেষ্টা না করিয়া চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতি যে পাঁচ ইন্দ্রিয় তাহার রূপ শব্দ প্রভৃতি পাঁচ বিষয়কে সংযম করিয়া পঞ্চ যজ্ঞকে সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ কোনো ২ ব্রহ্মজ্ঞানী গৃহস্থেরা বাহ্যেতে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ব্রহ্ম নিষ্ঠার বলেতে ইন্দ্রিয় দমন রূপ যে পঞ্চ যজ্ঞ তাহাকে করেন ॥ ২২ ॥ বাচ্যেকেজুহ্বতিপ্রাণংপ্রাণেবাচঞ্চসর্ব্বদা । বাচি প্রাণেচ পশ্যন্তোযজ্ঞনির্বৃত্তিমক্ষয়াং ॥ ২৩ ॥ আর কোনো ২ ব্রহ্ম নিষ্ঠ গৃহস্থ পঞ্চ যজ্ঞের স্থানে বাক্যেতে নিশ্বাসের হবন করাকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যের হবন করাকে অক্ষয় ফলদায়ক যজ্ঞ জানিয়া সর্ব্বদা বাক্যেতে নিশ্বাসকে

আর নিশ্বাসেতে বাক্যকে হবন করিয়া থাকেন অর্থাৎ যখন বাক্য কহা যায় তখন নিশ্বাস থাকে না যখন নিশ্বাসের ত্যাগ করা যায় তখন বাক্য থাকে না এই হেতু কোনো২ গৃহস্থেরা ব্রহ্ম নিষ্ঠার বলের দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ স্থানে শ্বাস নিশ্বাস ত্যাগ আর জ্ঞানের ওপদেশ মাত্র করেন ॥ ২৩ ॥ জ্ঞানেনৈবাপরেবিপ্রাযজন্ত্যো তৈর্মখৈঃসদা । জ্ঞানমূলাংক্রিয়ামেষাংপশ্যন্তোজ্ঞান চক্ষুষা ॥ ২৪ ॥ আর কোনো২ ব্রহ্ম নিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যেযেযজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে তাহা সকল কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা তাঁহারা জানিতেছেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি সমুদায় ব্রহ্মাত্মক হয়েন । অর্থাৎ ব্রহ্ম নিষ্ঠ গৃহস্থেদের ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সমুদায় যজ্ঞ সিদ্ধ হয় ॥ ২৪ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিঃ । ন্যায়ার্জ্জিত ধনস্তত্ত্ব জ্ঞান নিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ । শ্রাদ্ধকৃৎসত্যবাদীচগৃহস্থোঽপিবিমুচ্যতে । সৎপুত্রিগৃহাদি দ্বারা যে গৃহস্থে ধনের ওপার্জ্জন করেন আর অতিথি সেবাতে তৎপর হয়েন নিত্য নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেতে রত হয়েন আর সর্ব্বদা সত্য বাক্য কহেন আত্ম তত্ত্ব ধ্যানেতে আসক্ত হয়েন এমৎ ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়াও মুক্ত হয়েন অর্থাৎ কেবল

সংন্যাসী হইলেই মুক্ত হয়েন এমৎ নহে কিন্তু একপ গৃহ স্থেরো মুক্তি হয় ॥ অতএব স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে গৃহস্থের প্রতি নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের যেমন বিধি আছে সেই রূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অথবা কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনারো বিধি আছে বরঞ্চ ব্রহ্মো পাসনা বিনা কেবল কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি হয় না এমৎ স্থানে ২ পাওয়া জাইতেছে। যদি বল ব্রহ্ম অনির্ব্বচ নীয় তাঁহার উপাসনা বেদবেদান্ত এবং স্মৃত্যাদি যাবৎ শাস্ত্রের মতে প্রধান যদি হইল তবে এতদ্দেশীয় প্রায় সকলে এই রূপ সাকার উপাসনা যাহাকে গৌন কহিতেছ কেন পরম্পরায় করিয়া আসিতেছেন। ইহার উত্তর বিবেচনা করিলে আপনা হইতে উপস্থিত হইতে পারে তাহার কারন এই পণ্ডিত সকল যাঁহারা শাস্ত্রার্থের প্রেরক হইয়াছেন তাঁহাদের অনে কেই বিশেষ মতে আত্ম নিষ্ঠ হওয়াকে প্রধান ধর্ম্ম করিয়া জানিয়া থাকেন কিন্তু সাকার উপাসনায় যথেষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং ব্রত যাত্রা মহোৎসব আছে সুতরাং ইহার বৃদ্ধিতে লাভের বৃদ্ধি অতএব তাঁহারা কেহ ২ সাকার উপাসনার প্রেরণ সর্ব্বদা বাহুল্য মতে করিয়া আসিতেছেন এবং যাঁহারা প্রেরিত অর্থাৎ শূদ্রাদি এবং

বিষয় কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ তাঁহাদের মনের রঞ্জনা সাকার উপাসনায় হয় অর্থাৎ আপনার উপযুক্ত ঈশ্বর আর আত্মবৎ সেবার বিধি পাইলে ইহা হইতে অধিক কি তাঁহাদের আহ্লাদ হইতে পারে। আর ব্রহ্মোপাসনাতে কার্য্য দেখিয়া কারণে বিশ্বাস করা এবং নানা প্রকার নিয়ম দেখিয়া নিয়ম কর্ত্তাতে নিশ্চয় করিতে হয় তাহা মন এবং বুদ্ধির চালনের অপেক্ষা রাখে সুতরাং তাহাতে কিঞ্চিৎ শ্রম বোধ হয় অতএব প্রেরকেরা আপন লাভের কারণ এবং প্রেরিতেরা আপনাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এই রূপ নানা প্রকার উপাসনার বাহুল্য করিয়াছেন কিন্তু কোনো লোককে স্বার্থপর জানিলে তাঁহার বাক্যে সুবোধ ব্যক্তিরা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া বিশ্বাস করেন না অতএব আপনাদের শাস্ত্র আজে পরমার্থ বিষয়ে কেননা বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস করা যায়। এস্থানে এক আশ্চর্য্য এই যে অতি অল্প দিনের নিমিত্ত আর অতি অল্প উপকারে যে সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময় যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন আর পরমার্থ বিষয় যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপকারি আর অতি মূল্য হয় তাহার গ্রহণ

করিবার সময় কি শাস্ত্রের দ্বারা কি যুক্তির দ্বারা বিবেচনা করেন না আপনার বংশের পরম্পরাযতে আর কেহ২ আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য হয় সেই রূপ গ্রহণ করেন এবং প্রায় কহিয়া থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইব। কিন্তু এক জনের বিশ্বাস দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিষ আপনার শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে যদি কোন ক্রিয়া শাস্ত্রসংমত এবং সত্য কাল অবধি শিষ্ট পরম্পরা সিদ্ধ হয় কেবল অল্প কাল কোনো২ দেশে তাহার প্রচারের ত্রুটি জন্মিয়াছে আর সংপ্রতি তাহার অনুষ্ঠানেতে লৌকিক কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না এবং হাস্য আমোদ জন্মে না তাহার অনুষ্ঠান করিতে কহিলে লোকে কহিয়া থাকেন যে পরম্পরা সিদ্ধ নহে কি রূপে ইহা করি কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি যেমন আমরা সেইরূপে সামান্য লৌকিক প্রয়োজন দেখিলে পূর্ব্ব শিষ্ট পরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত এবং শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রকারে অন্যথা শত২ কর্ম্ম করেন সে সময়ে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্ব্ব পরম্পরার নামো করেন না যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম যাহা পূর্ব্ব পরম্পরার

বিপরীত এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ। আর ইঙ্গরেজ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে অধ্যয়ন করান কোন শাস্ত্রে আর কোন পূর্ব্ব পরম্পরায় ছিল। আর কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন তাহাকে স্পর্শ করা আর তাহাতে গুরাদি লেখা কোন শাস্ত্র বিহিত আর পরম্পরা সিদ্ধ হয় ইঙ্গরেজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওষ্ঠর দিয়া বন্ধ করা পত্র যত্ন পূর্ব্বক হস্তে গ্রহণ করা কোন পূর্ব্ব পরম্পরাতে পায়া যায় আর আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা আর দেবতা সমীপে আহারাদি করান কোন পরম্পরা সিদ্ধ হয় এই রূপ নানা প্রকার কর্ম্ম যাহা অত্যন্ত শিষ্ট পরম্পরা বিরুদ্ধ হয় প্রত্যহ করা যাইতেছে। আর শুভ শুচক কর্ম্মের মধ্যে জগদ্ধাত্রী রটন্তী ইত্যাদি পূজা আর মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ একোন পরম্পরায় হইয়া আসিতেছিল তাহাতে যদি কহ যে এ উত্তম কর্ম্ম শাস্ত্র বিহিত আছে যদ্যপি ও পরম্পরা সিদ্ধ নহে তত্রাপি কর্ত্তব্য বটে। ইহার উত্তর। শাস্ত্র বিহিত উত্তম কর্ম্ম পরম্পরা সিদ্ধ না হইলে ও যদি কর্ত্তব্য হয় তবে সর্ব্ব শাস্ত্র সিদ্ধ আত্মোপাসনা যাহা অনাদি পরম্পরা ক্রমে সিদ্ধ আছে কেবল

অতি অল্প কাল কোনো ২ দেশে ইহার প্রচারের ন্যূনতা জন্মিয়াছে ইহা কর্ত্তব্য কেন না হয়। সুনিতে পাই যে কোনো ২ ব্যক্তি কহিয়া থাকেন যে তোমরা ব্রহ্মোপাসক তবে শাস্ত্র প্রমাণ সকল বস্তুকে ব্রহ্ম বোধ করিয়া পঙ্ক চন্দন শীত উষ্ণ আর চোর সাধু এ সকলকে সমান জ্ঞান কেন না কর ইহার উত্তর এক প্রকার বেদান্ত সূত্রের ভাষা বিবরণের ভূমিকাতে। ৬। ছয়ের পৃষ্ঠে লেখা গিয়াছে যে বশিষ্ঠ পরাশর সনৎ কুমার ব্যাস জনক ইত্যাদি ব্রহ্ম নিষ্ঠ হইয়াও লৌকিক জ্ঞানে তৎপর ছিলেন আর রাজনীতি এবং গৃহস্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা যোগবাশিষ্ঠ মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্টই আছে। ভগবান কৃষ্ণ অর্জ্জুন যে গৃহস্থ তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ গীতার দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞান দিয়াছিলেন এবং অর্জ্জুনো ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া লৌকিক জ্ঞান শূন্য না হইয়া বরঞ্চ তাহাতে পটু হইয়া রাজ্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠদেব ভগবানরামচন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছেন। বহির্ব্যাপার সংরম্ভোহৃদি সঙ্কল্প বর্জ্জিতঃ। কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব। বাহ্যেতে ব্যাপার বিশিষ্ট হইয়া কিন্তু মনেতে সঙ্কল্প বর্জ্জিত হইয়া আর বাহ্যতে আপনাকে কর্ত্তা

দেখাইয়া আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া হেরূপে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর। রামচন্দ্রো এই সকল উপদেশের অনুসারে আচরণ সর্ব্বদা করিয়াছেন। আর দ্বিতীয় উত্তর এই যে যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে তুমি ব্রহ্ম জানী শাস্ত্র পুরাণ সকলকে ব্রহ্ম জানিয়াও যাদ্যাযাদ্য পঙ্ক চন্দন আর শত্রু মিত্রের বিবেচনা কেন করহ সে ব্যক্তি যদি দেবীর উপাসক হয়েন তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে ভগবতীকে তুমি ব্রহ্মময়ী করিয়া বিশ্বাস করিয়াছ আর কহিতেছ দেবী মাহাত্ম্যে। সর্ব্ব স্বরূপে সর্ব্বেশে। যে তুমি সর্ব্ব স্বরূপ এবং সকলের ঈশ্বরী হও। তবে তুমি সকল বস্তুকে ভগবতী জ্ঞান করিয়াও পঙ্কচন্দন শত্রু মিত্রকে প্রভেদ করিয়া কেন জান। সে ব্যক্তি যদি বৈষ্ণব হয়েন তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে তোমার বিশ্বাস এই যে। সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ। যে যাবৎ সংসার বিষ্ণুময় হয়। গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণের বাক্য। একাংশেনস্থিতোজগৎ। আমি জগৎকে একাংশেতে ব্যাপিয়া আছি। তবে তুমি বৈষ্ণব হইয়া বিষ্ণুকে সর্ব্বত্র জানিয়াও পঙ্কচন্দন শত্রু মিত্রের ভেদ কেন করহ। এই রূপ সকল দেবতার উপাসকেরে

জিজ্ঞাসা করিলে যে উত্তর তাঁহারা দিবেন সেই উত্তর প্রায় আমাদের পক্ষে হইবেক। আর কোনো কোনো পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে তোমরা ব্রহ্ম জ্ঞানী কহাও তাহার মত কি কর্ম্ম করিয়া থাকহ। এযথার্থ বটে যেযে রূপ কর্ত্তব্য এ ধর্ম্মের তাহা আমাদের হইতে হয় নাই তাহাতে আমরা সর্ব্বদা সাপরাধি আছি। কিন্তু শাস্ত্রের ভরসা আছে গীতা। পার্থনৈবেহ না মুত্র বিনাশস্তস্যবিদ্যতে। নহিকল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাতগচ্ছতি। যে কোনো ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তি জ্ঞানের অভ্যাসে যথার্থ রূপ যত্ন নাকরিতে পারে তাহার ইহ লোকে পতিতা পর লোকে নরকোৎপত্তি হয় না যে হেতু শুভকারীরি হে অর্জ্জুন কদাপি দুর্গতি জন্মে না। কিন্তু ওই পণ্ডিতের দিগো জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের যেযে ধর্ম্ম প্রাতঃ কাল অবধি রাত্রি পর্য্যন্ত শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার লক্ষাংশের একাংশ করেন কি না বৈষ্ণবের শৈবের এবং শাক্তের যে যে ধর্ম্ম তাহার শতাংশের একাংশ তাঁহারা করিয়া থাকেন কি না যদি এ সকল বিনাও তাঁহারা কেহ ব্রাহ্মণ কেহ বৈষ্ণব কেহ শৈব ইত্যাদি

কহাইতেছেন তবে আমাদের সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত দেখিয়া এ রূপ ব্যঙ্গ কেন করেন। মহাভারতে। রাজন্ সর্ষপমাত্রাণিপর ছিদ্রাণিপশ্যতি। আত্মনোবিল্বমাত্রাণিপশ্যন্নপিনপশ্যতি। পরেরছিদ্রমর্ষপ মাত্র লোকে দেখেন আপনার ছিদ্র বিল্বমাত্র হইলে দেখিয়া ও দেখেন না। সকলের উচিত যে আপন আপন অনুষ্ঠান যত্ন পূর্ব্বক করেন সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান না করিলে উপাসনা যদি সিদ্ধ না হয় তবে কাহারো উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে না। কেহো কেহো কহেন বিধিবৎ চিত্ত শুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবর্ত্ত হওয়া উচিত নহে। তাহার উত্তর এই যে। শাস্ত্রে কহেন যথা বিধি চিত্ত শুদ্ধি হইলেই ব্রহ্ম জ্ঞানের ইচ্ছা হয় অতএব ব্রহ্ম জ্ঞানের ইচ্ছা ব্যক্তিতে দেখি লেই নিশ্চয় হইবেক যে চিত্ত শুদ্ধি ইহার হইয়াছে যে হেতু কারণ থাকিলেই কার্য্যের উৎপত্তি হয় তবে সাধনের দ্বারা অথবা সৎ সঙ্গ অথবা পূর্ব্ব সংস্কার অথবা গুরুর প্রসাদাৎ কি কারণের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইয়াছে তাহা বিশেষ কি রূপে কহা যায়। অধিকন্তু যাঁহারা এমৎ প্রশ্ন করেন তাঁহাদিগো জিজ্ঞাসা উচিত যে তন্ত্রেদীক্ষাপ্রকরণে লিখিয়াছেন। শান্তোবিনীতঃ

শুদ্ধাত্মা শুদ্ধাবান্ ধীরন ক্ষয়ঃ। সমর্থশ্চকুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতোযুতী। এবমাদিগুনৈর্যুক্তঃশিষ্যোভবতি নান্যথা। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হয় এবং বিনয়ী হয় সর্ব্বদা শুচি হয় শুদ্ধাযুক্ত হয় ধীরণাতেপটু শক্তি মান্ আচারাদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট সুন্দর বুদ্ধিযান্ সচ্চরিত্র সংযত হয় ইত্যাদিগুন বিশিষ্ট হইলেই দীক্ষার অধি কারী হয়। কিন্তু শিষ্যকে তাঁহারা এই রূপ অধিকারী দেখিয়া মন্ত্র দিয়া থাকেন কি না যদি আপনারা অধিকারি বিবেচনা উপাসনার পুকরণে না করেন তবে অন্যের প্রতি কি বিচারে এপ্রশ্ন তাঁহাদের শোভা পায়॥ ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ প্রায় তিন প্রকারে হয় এক এই যে ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ পরে পরে হইয়া ওঠে। দ্বিতীয়নাস্তিক সুতরাং কর্ম্ম করে নাই। তৃতীয় কৃতাকৃত শাস্ত্র জ্ঞান রহিত যেমন অন্ত্যজজাতি সকল হয়। তাহারা শাস্ত্রের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কোনো কর্ম্ম করে না। বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষা বিবরণে কিম্বা বেদের ভাষা বিবরণে আর ইহার ভূমিকায় কোনো স্থানে এমৎ লেখা নাই যে নাস্তিকতা করিয়া অথবা শাস্ত্রে অব হেলা করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিবেক। যদি কোনো ব্যক্তি নাস্তিকতা করিয়া অথবা শাস্ত্রে বিমুখ হইয়া এবং

আলস্য প্রযুক্ত কর্ম্মাদি ত্যাগ করে তবে তাহার নিমিত্তে বেদান্তের ভাষা বিবরনের অপরাধ মহৎ ব্যক্তিরা দিবেন না যে হেতু তাঁহারা দেখিতেছেন যে ভাষা বিবরনের পূর্ব্বে এরূপ কর্ম্ম ত্যাগী লোক সকল ছিলো বিবরনে অশাস্ত্র কোন স্থানে লেখা থাকে তবে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন এবং অশাস্ত্র প্রমান হইলে দোষ দিতে পারেন। তবে দ্বেষ মৎসরতা প্রাপ্ত হইয়া নিন্দা করিলে ইহার ওপায় নাই। হে পরমাত্মন্ আমা দিগ্যে দ্বেষ মৎসরতা অসূয়া এবং পক্ষপাত এসকল পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া যথার্থ জ্ঞানে প্রেরন কর ইতি ওঁতৎসৎ।

শকাব্দা ১৭৩৮ ইংরাজী ১৮১৬। ৩১ আষাঢ় ১৩ জুলাই

ওঁতৎসৎ। এই সকল উপনিষদকে শ্রবন এবং পাঠ করিয়া তাহার অর্থকে পুনঃ২ চিন্তন করিলে ইহার তাৎপর্য্য বোধ হইবার সম্ভাবনা হয়। কেবল ইতি হাসের ন্যায় পাঠ করিলে বিশেষ অর্থ বোধ হইতে পারে না অতএব নিবেদন ইহার অর্থে যথার্থ মনো যোগ করিবেন॥ বেদান্তের বিবরণ ভাষাতে হইবার পরে প্রথমত স্বার্থ পর ব্যক্তিরা লোক সকলকে ইহা হইতে বিমুখ করিবার নিমিত্ত নানা দুষ্প্রবৃত্তি লও য়াইয়া ছিলেন এখন কেহ২ কহিয়া থাকেন যে এ গ্রন্থ অমুকের মত হয় তোমরা ইহাকে কেন পড় আর গ্রহন কর অর্থাৎ ইহা শুনিলে অনেকের অভি মান উদ্দীপ্ত হইয়া এ শাস্ত্রকে একজন আধুনিক মনুষ্যের মত জানিয়া ইহার অনুশীলন হইতে নিবর্ত্ত হইতে পারিবেন। অত্যন্ত দুঃখ এই যে সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা এমৎ সকল অপ্রামাণ্য বাক্যকে কি রূপে কর্ণে স্থান দেন কোনো শাস্ত্রকে ভাষায় বিবরন করিলে সে শাস্ত্র যদি সেই বিবরন কর্ত্তার মত হয় তবে ভগবদ্গীতা যাহাকে বাঙ্গালি ভাষায় এবং হিন্দোস্থানি ভাষায় কয়েক জন বিবরন করিয়াছেন সেই সকল ব্যক্তির

মত হইতে পারেও রামায়ণকে কীর্ত্তিবাস আর মহা ভারতের কথক২ কাশীদাস ভাষায় বিবরণ করেন তবে এ সকল গ্রন্থ তাহাদের মত হইল আর মনু প্রভৃতি গ্রন্থের অন্য২ দেশীয় ভাষাতে বিবরণ দেখি তেছি তাহাও সেই২ দেশীয় লোকের মত তাঁহাদের বিবেচনায় হইতে পারে ইহা হইলে অনেক গ্রন্থের প্রামাণ্য উঠিয়া যায়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সকল বিবেচনা করিলে অনায়াসেই জানিবেন যে এ কেবল দুরভিসন্ধি জনক বাক্য হয় এ সকল শাস্ত্রের শ্রম পূর্ব্বক ভাষা করিবার উদ্দেশ এই যে ইহার মত জ্ঞান স্বদেশীয় লোক সকলের অনায়াসে হইয়া এ অকিঞ্চনের প্রতি তুষ্ট হয়েন কিন্তু মনো দুঃখ এই যে অনেক স্থানে তাহার বিপরীত দেখা যায় ॥ ঈশোপনিষদের ভাষা বিবরণ সমুদায় ছাপানার পূর্ব্বেই সামবেদের তলব কার উপনিষৎ ছাপা না হইয়া প্রকাশ হওয়াতে কোনো২ ব্যক্তি আপত্তি করিলেন যে যদি ব্রহ্ম বিষ্ণু তের ন্যায় দেবতাদের সম্মুখে প্রকাশ পাইলেন আর বাক্য কহিলেন তবে তেঁহো এক প্রকার সাকার হই লেন। এ কথা আপত্তি শুনিলে কেবল খেদ উপস্থিত হয় সে এই খেদ যে ব্যক্তি সকল গ্রন্থের পূর্ব্বাপর

না পড়িয়া এবং বিবেচনা না করিয়া আশঙ্কা করেন যে হেতু ওই উপনিষদের পূর্ব্বে ব্রহ্মের স্বরূপ যে পর্য্যন্ত কহা যায় তাহা কহিলেন অর্থাৎ তেঁহো মন বুদ্ধি বাক্য শ্রবণ ঘ্রাণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন পরে এই স্থির করিবার নিমিত্তে যে কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্ম বিনা অন্য কাহারো নাই ওই আখ্যায়িকা অর্থাৎ ইতিহাস কহিলেন যে হেতু ওই উপনিষদে এবং ভাষ্যতে লিখিতেছেন যে এ রূপ আদেশ মায়িক বস্তুত তাঁহার উপমা নাই এবং চক্ষু গোচর তেঁহ কদাপি হয়েন না ইহা না হইলে উপনিষদের পূর্ব্বাপরের এক বাক্যতা থাকে না। দ্বিতীয় এই যে ব্রহ্মমায়া কল্পনায় আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত নাম রূপেতে দেখাইতেছেন তাঁহার বিদ্যুতের ন্যায় মায়া কল্পনা করিয়া দেখান কোন আশ্চর্য্য আর যেঁহো যাবৎ শব্দকে কর্ণের গোচর করিতেছেন আর সেই শব্দ সকলের দ্বারা নানা অর্থ প্রাণি সমূহকে বোধ করাইতেছেন তাঁহার কি আশ্চর্য্য যে অগ্নি বায়ু ইন্দ্রের কর্ণে শব্দ দ্বারা অর্থ বোধ করান। এই শরীরেতে উপাধি বিশিষ্ট যে চৈতন্য যাহাকে জীব কহিয়া একত্র সহবাস করিতেছি সে কি আর কি প্রকার হয় তাহা দেখিতে

এবং জানিতে পারি না তবে সর্ব্বব্যাপি অনির্ব্বচনীয় চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মাকে দেখিব এমত ইচ্ছা করা কোন বিবেচনায় হইতে পারে। আমার নিবেদন এই। ব্যক্তি সকল যে যে গ্রন্থকে দেখেন তাহার পর পূর্ব্ব দেখিয়া যেন সিদ্ধান্ত স্থির করেন কেবল বাদ করিব ইহা মনে করিয়া দুই চারি শ্লোকের এক এক চরণ শুনিয়াই আপত্তি যদি করেন তবে ইহার উপায়ে মনুষ্যের ক্ষমতা নাই। ইতি। ওঁতৎসৎ॥

এই যজুর্বেদীয় ওপনিষৎ অষ্টাদশ মন্ত্র স্বরূপ হয়েন ঐ ওপনিষৎ কর্ম্মের অঙ্গ নহেন যে হেতু আত্মার যাথার্থ্য সূচক বাক্য কোনো মতে কর্ম্মাঙ্গ হইতে পারে না। আর ওপনিষৎ কর্ম্মাঙ্গ না হইলে বৃথা হয়েন না যে হেতু ব্রহ্ম কথনের দ্বারা ওপনিষৎ চরিতার্থ হয়েন। ঈশা আদি করিয়া ওপনিষদেতে ব্রহ্মই প্রতিপন্ন হয়েন ইহার প্রমাণ এই যে প্রথমেতে শেষেতে মধ্যেতে পুনঃ২ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন আর আত্ম জ্ঞানের প্রশংসা কথন এবং তাহার ফলের কথন আর আত্ম জ্ঞান ভিন্ন যে অজ্ঞান তাহার নিন্দা ওপনিষদেতে দেখিতেছি। তবে কর্ম্ম কদাপি বিহিত না হয় এমত নহে যে হেতু যাবৎ মিথ্যা মোপাধি জ্ঞানে বাধিত থাকে তাবৎ কর্ম্ম বিহিত হয় জৈমিনি প্রভৃতিও এই মত কহিয়াছেন যে আমি ব্রাহ্মণ কর্ম্মেতে অধিকারী হই এই অভিমান যাবৎ পর্য্যন্ত থাকিবেক তাবৎ তাহার কর্ম্মে অধিকার হয়॥ এই ওপনিষদের প্রতিপাদ্য আত্মার যাথার্থ্য জ্ঞান হয়েন আর ইহার প্রয়োজন মোক্ষ হয় আর সম্বন্ধ প্রকাশ্য প্রকাশক ভাব অর্থাৎ আত্মার

যাথার্থ্য জ্ঞান প্রকাশ আর মন্ত্র সকল প্রকাশক হয়েন ॥ ০ ॥

ঈশা বাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনং। পরমেশ্বরের চিন্তন দ্বারা যাবৎ নাম রূপ বিশিষ্ট মায়িক বস্তু সংসারে আছে সে সকল কে আচ্ছাদন করিবেক অর্থাৎ ভ্রমাত্মক নাম রূপ বিশিষ্ট বস্তু সকল পরমেশ্বরের সত্তাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইতেছে এমত জ্ঞান করিবেক যাবৎ বস্তুকে মিথ্যা জানিয়া সংসার হইতে অভ্যাস দ্বারা বিরক্ত হইবেক সেই বিরক্তির দ্বারা আত্মাকে পালন অর্থাৎ ওঙ্কার করিবেক। এইরূপ বিরক্ত যে তুমি পরের ধনে অভিলাষ কিম্বা আপনার ধনে অত্যন্ত অভিলাষ করিবে না ॥ ১ ॥ পূর্ব্ব মন্ত্রে আত্মার যাথার্থ্য কহিয়া এবং আত্ম জ্ঞানের প্রকার কহিয়া সেই আত্ম জ্ঞানেতে যাহারা অসমর্থ এবং শতায়ু হইয়া বাঁচিতে ইচ্ছা করে তাহাদের প্রতি দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম্মের উপদেশ করিতেছেন। কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজী বিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্য থেতো ঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতেনরে ॥ ২ ॥ এই সংসারে যে পুরুষ শতায়ু হইয়া বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেক সে অগ্নি হোত্রাদি

কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতেই একশত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেক এইরূপ নরাভিমানী যে তুমি তোমাতে এই প্রকার অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ব্যতিরেকে আর অন্য কোনো প্রকার নাই যাহাতে অশুভ কর্ম্ম তোমাতে লিপ্ত না হয় অর্থাৎ জ্ঞানেতে অশঙ্ক যাহারা তাহাদের বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা অশুভ হইতে পারে না ॥ ২ ॥ পূর্ব্ব মন্ত্রে জ্ঞান দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম্ম কহিয়া তৃতীয় মন্ত্রেতে এ দুয়ের মধ্যে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ইহা কহিতেছেন। অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভি গচ্ছন্তি যে কেচাত্ম হনো জনাঃ ॥ ৩ ॥ পরমাত্মার অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সব অসুর হয়েন তাঁহাদের দেহকে অসূর্য্য লোক অর্থাৎ অসূর্য্য দেহ কহি সেই দেবতা অবধি করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত দেহ সকল অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে আবৃত আছে এই সকল দেহকে আত্মঘাতী অর্থাৎ আত্মজ্ঞান রহিত ব্যক্তি সকল শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ শুভ কর্ম্ম করিলে উত্তম দেহ পায়েন আর অশুভ কর্ম্ম করিলে অধম দেহ পায়েন এইরূপে ভ্রমণ করেন মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না। ৩ ॥ যে আত্মজ্ঞান রহিত ব্যক্তিরা সংসারে পুনঃ২ যাতায়াত করেন আর যে আত্মতত্ত্ব

জ্ঞান বিশিষ্ট হইলে ব্যক্তিরা যুক্ত হয়েন সেই আত্ম তত্ত্ব কি তাহা চতুর্থ মন্ত্রে কহিতেছেন। অনেজদেকং মনসোজবীয়োনৈনদ্দেবাআপ্নুবন্পূর্ব্বমর্ষৎ। তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতিতিষ্ঠত্তস্মিন্নপোমাতরিশ্বাদধাতি ॥ ৪ ॥ সেই পরমাত্মা গতিহীন হয়েন অর্থাৎ সর্ব্বদা এক অবস্থায় থাকেন এবং তেঁহো এক হয়েন আর মন হইতেও বেগবান্ হয়েন অর্থাৎ মন যে পর্য্যন্ত যাইতে পারেন তাহা যাইয়া ব্রহ্মকে না পাইয়া জ্ঞান করেন যে ব্রহ্ম আমা হইতেও পূর্ব্বে গিয়াছেন বস্তুত মন হইতে বেগবান্ ইহার তাৎপর্য্য এই যে মনেরো অপ্রাপ্য হয়েন আর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলো তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েননা যে হেতু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে মনের অধিক সামর্থ্য হয় সে মন হইতেও তেঁহ অগ্রে গমন করেন অতএব ইন্দ্রিয়েরা কিরূপে তাঁহাকে পাইতে পারেন অর্থাৎ মনের যে অগোচর সে সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইবেক মন আর বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মার অন্বেষণ নিমিত্তে দ্রুত গমন করেন সেই মন বাগিন্দ্রিয় প্রভৃতি কে ব্রহ্ম অতিক্রম করিয়া যেন গমন করেন এবং অনুভব হয় অর্থাৎ মন আর বাগিন্দ্রিয়ের

অগোচর ব্রহ্ম হয়েন সেই ব্রহ্ম সর্ব্বদা স্থির অর্থাৎ গমন রহিত এই বিশেষণের দ্বারা এই প্রমান হইল যে মন বাক্য ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্বে বস্তুত আত্মা গমন করেন এমৎ নহে কিন্তু মনবাক্য ইন্দ্রিয়েরা তাঁহাকে না পাইয়া অনুভব করেন যেন মন বাক্য ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্বে আত্মা গমন করিতেছেন সেই আত্মার অধিষ্ঠানেতে বায়ু যাবৎ বস্তুর কর্ম্মকে বিধান করিতেছেন অর্থাৎ ব্রহ্মের অবলম্বনের দ্বারা বায়ু হইতে সকল বস্তুর কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে ॥ ৪ ॥ তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্যবাহ্যতঃ ॥ ৫ ॥ সেই আত্মা চলেন এবং চলেন না অর্থাৎ অচল হইয়া চলের ন্যায় উপলব্ধ হয়েন আর অজ্ঞানীর অপ্রাপ্য হইয়া অতি দূরে যেন থাকেন আর জ্ঞানীর অতি নিকটস্থ হয়েন কেবল অজ্ঞানীর দূরস্থ আর জ্ঞানীর নিকটস্থ তেঁহ হয়েন এমত নহে কিন্তু এ সমুদায় জগতের সূক্ষ্ম রূপে অন্তর্গত হয়েন আর আকাশের ন্যায় ব্যাপক রূপে সমুদায় জগতের বহির্স্থিত হয়েন ॥ ৫ ॥ পূর্ব্বোক্ত আত্ম জ্ঞানের ফল কহিতেছেন। যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষুচাত্মানং-ততোনবিজুগুপ্সতে ॥ ৬ ॥ যে ব্যক্তি

স্বভাব অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্তকে আত্মাতে দেখে অর্থাৎ আত্মা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু না দেখে। আর আত্মাকে সকল ভূতে দেখে অর্থাৎ যাবৎ শরীরে এক আত্মাকে দেখে সে ব্যক্তি এই জ্ঞানের দ্বারা কোনো বস্তুতে ঘৃণা করে না অর্থাৎ সকল বস্তুকে আত্মা হইতে অভিন্ন দেখিলে কেন ঘৃণা উপস্থিত হইবেক ॥ ৬ ॥ পূর্ব্ব মন্ত্রের অর্থ পুনরায় সপ্তম মন্ত্রে কহিতেছেন। যস্মিন্‌সর্ব্বাণিভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্রকোমোহঃকঃশোক একত্বমনুপশ্যতঃ। ৭ যে সময়েতে জ্ঞানীর এই প্রতীতি হয় যে কোনো বস্তুর পৃথক সত্তা নাই পরমাত্মার সত্তাতেই সকলের সত্তা হইয়াছে আর আকাশের ন্যায় ব্যাপক করিয়া পরমাত্মাকে এক করিয়া যে দেখে এই জ্ঞানীর সে সময়েতে শোক আর মোহ হইতে পারে না যে হেতু শোক মোহের কারণ যে অজ্ঞান তাহা সে জ্ঞানীর থাকে না ॥ ৭ ॥ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে কথিত হইয়াছেন যে আত্মা তাঁহার স্বরূপকে অষ্টম মন্ত্রে স্পষ্ট কহিতেছেন। সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্মনীষী পরিভূঃস্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃসমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥ সেই পরমাত্মা সর্ব্বত্র আকাশের ন্যায়

ব্যাপিয়া আছেন এবং সর্ব্ব প্রকাশক এবং সূক্ষ্ম শরীর রহিত হয়েন এবং খণ্ডিত হয়েন না আর তাঁহাতে শির নাই এদুই বিশেষনের দ্বারা তাহার স্থূল শরীরো নাই ইহা প্রতিপন্ন হইল অতএব তেঁহ নির্ম্মল হয়েন আর পাপ পুন্য দুই হইতে রহিত আর সকল দেখিতে ছেন আর মনের নিয়ম কর্ত্তা আর সকলের উপরি বর্ত্তমান হয়েন আর সৃষ্টি কালে স্বয়ং প্রকাশ হয়েন এই রূপ নিত্য মুক্ত যে পরমাত্মা তিনি অনাদি বর্ষ সকলকে ব্যাপিয়া প্রজা আর প্রজাপতি সকলের বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলকে বিধান অর্থাৎ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন ॥ ৮ ॥ প্রথম মন্ত্রেতে জ্ঞান কহি লেন দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম্ম কহিলেন তৃতীয় মন্ত্রে অজ্ঞানী যে কর্ম্মী তাহার নিন্দা কহিলেন পরে চতুর্থ মন্ত্র অবধি অষ্টম মন্ত্র পর্য্যন্ত জ্ঞানের অঙ্গ কহিলেন এখন নবম মন্ত্রে কহিতেছেন যে কর্ম্ম করিবেক সে দেবতা জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত করিয়া করিবেক পৃথক পৃথক করিলে নিন্দা আছে ইহা নবম মন্ত্রাদিতে কহিতেছেন। অন্ধংতমঃপ্রবিশন্তিযেঅবিদ্যামুপাসতে। ততোভূয়ইবতেতমোযউবিদ্যায়াংরতাঃ ॥ ৯ ॥ যে ব্যক্তিরা দেবতা জ্ঞান বিনা কেবল কর্ম্ম করেন তাঁহারা

অজ্ঞান স্বরূপ নিবিড়ান্ধকারে গমন করেন আর যাঁহারা কর্ম্ম বিনা কেবল দেব জ্ঞানে রত হয়েন তাঁহারা সে অন্ধকার হইতেও বড় অন্ধকারে প্রবেশ করেন ॥ ৯ ॥ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের আর দেবতা জ্ঞানের পৃথক পৃথক ফল কহিতেছেন । অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়া অন্যদেবাহুরবিদ্যয়া । ইতিশুশ্রুমধীরাণাংযেনস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০ ॥ দেব জ্ঞান পৃথক ফলকে করেন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম পৃথক ফলকে করেন পণ্ডিত সকল কহিয়াছেন যে সকল পণ্ডিত এই রূপ দেব জ্ঞান আর কর্ম্মের পৃথক২ ফল আমাদিগ্যে কহিয়াছেন তাঁহাদের এই প্রকার বাক্য আমরা পরম্পরাক্রমে শুনিয়া আসিতেছি ॥ ১০ ॥ এক পুরুষেতে কর্ম্ম এবং দেব জ্ঞানের ফলের সমুচ্চয় কহিতেছেন ॥ বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চয়স্তদ্বেদোভয়ংসহ । অবিদ্যয়ামৃত্যুংতীর্ত্বাবিদ্যয়াহমৃতমশ্নুতে ॥ ১১ ॥ যে ব্যক্তি দেব জ্ঞান আর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এদুই এক পুরুষের কর্ত্তব্য হয় এমৎ জানিয়া এদুয়ের অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং সাধারণ জ্ঞান এ দুইকে অতিক্রম করিয়া দেব জ্ঞানের দ্বারা উপাস্য দেবতার শরীরকে পায় ॥ ১১ ॥ এক্ষনে অব্যাকৃত অর্থাৎ

প্রকৃতিতত্ত্ব ব্যাকৃতকার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ এ দুয়ের পৃথক্ পৃথক উপাসনায় নিন্দা আছে তাহা কহিতেছেন। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তিযেঽসম্ভূতিমুপাসতে। ততোভূয়ইবতেতমোযউসম্ভূত্যাংরতাঃ ॥ ১২ ॥ যে যে ব্যক্তি কার্য্য ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ভিন্ন কেবল অবিদ্যাকামকর্ম্মবীজস্বরূপিণীপ্রকৃতির উপাসনা করে তাহারা অজ্ঞান স্বরূপ অন্ধকারেতে প্রবেশ করে আর যে যে ব্যক্তি প্রকৃতি ভিন্ন কেবল হিরণ্যগর্ভের উপাসনাতে রত হয় তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অজ্ঞান স্বরূপ অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয় ॥ ১২ ॥ এক্ষনে হিরণ্যগর্ভ আর প্রকৃতির উপাসনার ফলভেদ কহিতেছেন ॥ অন্যদেবাহুঃসম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ। ইতি শুশ্রুমধীরাণাংযেনস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥ পণ্ডিত সকল হিরণ্যগর্ভের উপাসনার অনিমাদি ঐশ্বর্য্য রূপ পৃথক ফলকে কহিয়াছেন এবং প্রকৃতির উপাসনার প্রকৃতিতে লয় রূপ পৃথক্ ফলকে কহিয়াছেন যে সকল পণ্ডিত এই রূপ হিরণ্যগর্ভের আর প্রকৃতির উপাসনার ফল আমাদিগ্যের কহিয়াছেন তাঁহাদের এই রূপ বাক্য আমরা পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি ॥ ১৩ ॥

এক্ষণে হিরণ্যগর্ভ আর প্রকৃতির মিলিত উপাসনার ফল কহিতেছেন ॥ সম্ভূতিঞ্চবিনাশঞ্চযস্তদ্বেদোভয়ং সহ । বিনাশেনমৃত্যুং-তীর্ত্বাসম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥ যে ব্যক্তি হিরণ্যগর্ভ আর প্রকৃতি এ দুয়ের উপাসনা এক পুরুষের কর্ত্তব্য হয়ং জানিয়া দুই উপাসনাকে মিশ্রিত করে সে ব্যক্তি হিরণ্য গর্ভের উপাসনার দ্বারা অধর্ম্ম এবং দুঃখ এদুইকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির উপাসনার দ্বারা প্রকৃতিতে লীন হয় ॥ ১৪ ॥ এ উপনিষদে নিবৃত্তি রূপ পরমাত্মার জ্ঞান এবং সর্ব্বত্র এক সত্তার অনুভব বিস্তার মতে কহিয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং দেবোপাসনা আর হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতির উপাসনাকে বিস্তার মতে কহিলেন । আত্মোপাসনার প্রকরণ বাহুল্য রূপে বৃহদারণ্যকে আছে আর কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা পূর্ব্বার্দ্ধে যে ব্রাহ্মণ সংজ্ঞক শ্রুতি তাহাতে বাহুল্য রূপে আছে । এ উপনিষদে পূর্ব্ব ২ মন্ত্রে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং দেবতোপাসনার ফল লিখিলেন যে স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং সাধারণ জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া উপাস্য দেবতার শরীরকে প্রাপ্ত হয়েন এবং হিরণ্য গর্ভ আর প্রকৃতির উপাসনার ফল লিখিলেন যে অনিমাদি ঐশ্বর্য্য কে পাইয়া প্রকৃতিতে লীন হয় এদুই ফল

কোন পথের দ্বারা পাইবেক তাহা কহিতেছেন ॥ হিরন্ময়েনপাত্রেনসত্যস্যাপিহিতং মুখং। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃনু সত্যধর্মায়দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥ কর্ম্মী এবং দেবোপাসক মৃত্যু কালে আত্মার প্রাপ্তির নিমিত্তে আপন উপাস্য দেবতা সূর্য্য স্থানে পথ প্রার্থনা করিতেছেন। হে সূর্য্য স্বর্ণময় পাত্রের ন্যায় যে তোমার জ্যোতির্ময় মণ্ডল সেই মণ্ডলের দ্বারা তোমার অন্তর্যামী যে পরমাত্মা তাঁহার দ্বারকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছ তুমি সেই দ্বারকে তোমার উপাসক যে আমি আমারপ্রতি আত্ম জ্ঞান প্রাপ্তির নিমিত্তে খোলো ॥ ১৫ ॥ পূষন্নেকর্ষেযমসূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজোযত্তেরূপং কল্যাণতমং তত্তেপশ্যামি। যোসাবসৌপুরুষঃসোহমস্মি ॥ ১৬ ॥ হে জগতের পোষক সূর্য্য হে একাকী গমন কর্ত্তা হে সকল প্রানির সংযম কর্ত্তা হে তেজের এবং জলের গ্রহন কর্ত্তা হে প্রজাপতির পুত্র আপন কিরণ কে দুই পাশে চালাইয়া পথ দাও আর তোমার তাপ জনক যে তেজ তাহাকে উপসংহার কর যে হেতু কিরনকে উপসংহার করিলে তোমার প্রসাদেতে তোমার অতিশোভন রূপকে দেখি পুনরায় সেই উপাসক আত্মজ্ঞানের প্রকাশের দ্বারা কহিতেছেন যে

হে সূর্য্য তোমাকে কি ভৃত্যের ন্যায় যাচ্ঞা করি যে হেতু তোমার মণ্ডলস্থ যে আত্মা সে আমি হই অর্থাৎ তোমার যে অন্তর্যামী সে আমারো অন্তর্যামী হয়েন অতএব তোমাকে যাচ্ঞা করিবার কি প্রয়োজন আছে ॥ ১৬ ॥ বাযুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং। ওঁক্রতো স্মরকৃতং স্মরক্রতোস্মরকৃতংস্মর ॥ ১৭ ॥ মৃত্যুকাল প্রাপ্ত হইয়াছি যে আমি আমার প্রাণ বাযু সকলের আধার যে মহাবাযু তাহাতে লীন হওন এবং আমার সূক্ষ্ম শরীর ওপরে গমন করুন আর আমার স্থূল শরীর ভস্ম হওন। সত্য রূপ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান অগ্নিতে ও সূর্য্যতে আছে কর্ম্মীরা অগ্নি দ্বারা আর দেব জ্ঞানীরা সূর্য্য দ্বারা তাহাকে পরম্পরায় ওপাসনা করেন এখানে অধিষ্ঠান আর অধিষ্ঠাতার অভেদ বুদ্ধিতে ওঁকার শব্দের দ্বারা অগ্নিকে সম্বোধন করিতেছেন প্রথমত মনকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন যে হে মন মৃত্যুকালে যাহা স্মরন যোগ্য হয় তাহা স্মরন কর হে অগ্নি এপর্য্যন্ত যে ওপাসনা এবং অগ্নিহোত্রাদি যে কর্ম্ম করিয়াছি তাহা তুমি স্মরন কর পুনর্ব্বার মন আর অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া পূর্ব্ববৎ কহিতেছেন এখানে পুনরুক্তি

আদরের নিমিত্তে জানিবা ॥ ১৭ ॥ অষ্টাদশ মন্ত্রেতে কেবল অগ্নিকে প্রার্থনা করিতেছেন ॥ অগ্নেনয়সুপথা রায়েঅস্মান্‌বিশ্বানিদেববয়ুনানিবিদ্বান্‌ । যুয়োধ্যস্মৎ জুহুরাণমেনোভূয়িষ্ঠাংতে নমউক্তিংবিধেম ॥ ১৮ ॥ হে অগ্নি আমাদিগো উত্তম পথের দ্বারা কর্ম্ম ফল ভোগের নিমিত্তে স্বর্গে গমন করাও যে হেতু আমরা যে সকল কর্ম্ম এবং দেবোপাসনা করিয়াছি তাহা তুমি সকল জান । আর আমাদের কুটিল যে পাপ তাহাকে নষ্ট কর আর আমরা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইষ্ট ফলকে প্রাপ্ত হই এ মৃত্যুকালে তোমার অধিক সেবা করিতে অশক্ত হইয়াছি অতএব নমস্কার মাত্র করিতেছি । এই রূপ যাচ্ঞা কর্ম্মীর এবং দেবোপাসকের আবশ্যক হয় ব্রহ্ম জ্ঞানীর প্রতি এ বিধি নহে যে হেতু বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্ম জ্ঞানী শরীর ত্যাগের পর স্বর্গাদি ভোগ না করিয়া এই লোকেই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন তাহার প্রমাণ এই শ্রুতি । নতস্যপ্রাণা উৎক্রামন্তিঅত্রব্রহ্মসমশ্নুতে ।

ইতিযজুর্বেদীয়োপনিষৎসমাপ্তা ॥ ওঁতৎসৎ ।